চা শ্রমিকদের দীর্ঘ সংগ্রাম: কালাগুল বাগানের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

অনন্য আদিত্য

চা শ্রমিকদের জীবনে শোষণ ও নিপীড়নের তীব্রতা থাকলেও তার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠন খুবই দুর্বল। এই লেখায় সর্বশেষ একটি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে চা শ্রমিক, তাদের আন্দোলন ও সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি আদায় করে কালাগুল চা শ্রমিকরা সম্প্রতি দীর্ঘ পাঁচ মাসের ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে। গত বছরের ১ জুলাই থেকে দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরিসহ আট দফা দাবিতে তারা ধর্মঘট চালিয়ে আসছিল। চা শ্রমিকদের এই আট দফা দাবির মধ্যে ছিল বেকার শ্রমিকদের কাজ, শ্রম আইন অনুযায়ী অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী করা, চা শিল্পে শ্রম আইন বাস্তবায়ন, সাপ্তাহিক ছুটির দিনের মজুরি প্রদান, সরকার ঘোষিত গেজেট অনুযায়ী উৎসব বোনাস প্রদান, বছরে একটি উৎসাহ বোনাস প্রদান, বাসস্থানের সুব্যবস্থা, বাগানে এমবিবিএস ডাক্তার ও মহিলা রোগীদের জন্য মহিলা এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা, সুপেয় পানীয় জল ও স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা, শ্রমিক সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা, শ্রমিকদের কাজের হাতিয়ার প্রদান, নিরিখ ২০ কেজি নির্ধারণ ও পাতির ওজন চুরি বন্ধ করা, বাগানের শ্রমিক চলাচলের রাস্তাঘাট সংস্কার ইত্যাদি। এই দাবিগুলো ন্যূনতম হলেও মালিকপক্ষ তা পূরণ করতে বরাবর টালবাহানা করেছে। শ্রমিকরা তখন বাধ্য হয়ে ধর্মঘট শুরু করে।

মালিকপক্ষ সন্ত্রাসী-মাস্তান, দালাল নেতা, ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতা, পুলিশ প্রশাসন ও সরকারের বিভিন্ন এজেন্সিকে ব্যবহার করে নানা রকম চাপ, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত, মামলা-হামলা, নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে শ্রমিক আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালায়। শ্রমিক নেতাদের ক্রসফায়ারের হুমকি, হেলিকপ্টার দিয়ে বাগানে অভিযান চালানো, পুলিশ দিয়ে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ, বহিরাগত শ্রমিক দিয়ে বাগান চালু, কতিপয় হলুদ সাংবাদিক দিয়ে শ্রমিক নেতাদের নামে অপপ্রচার করে সংবাদ পরিবেশন, সন্ত্রাসী চিত্রিত করে প্রচারপত্র দেওয়া ইত্যাদি অপতৎপরতা চালানো হয়। এমনকি ধর্মঘট করার কারণে মজুরি না পাওয়ায় বেঁচে থাকার তাগিদে শ্রমিকরা বাগানের বাইরে আশপাশের গ্রাম এলাকায় কৃষিকাজ করতে যেতে চাইলে একদিকে সন্ত্রাসী, অন্যদিকে পুলিশি গ্রেপ্তারের হয়রানি করে দীর্ঘ পাঁচ মাস কার্যত শ্রমিকদের বাগানে বন্দি করে রাখা হয়। স্থানীয় বাজারের আরব আলী নামের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অনাহারী শ্রমিকরা বাকিতে চাল কিনত, পুলিশ মিথ্যা মামলা দিয়ে সেই ব্যবসায়ীকেও গ্রেপ্তার করে। অথচ ব্যবসায়ী আরব আলীর শ্রমিকদের এই আন্দোলনের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। কেন শ্রমিকদের ওপর এত জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, তা অনুধাবন করতে হলে চা শিল্প এবং এই শিল্পের কারিগর চা শ্রমিকদের অতীতটায় আমাদের একটু আলোকপাত করতে হবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রায় পৌনে দুইশ বছর আগে এদেশে চায়ের আবাদ শুরু করে। চা চাষের জন্য মজুরের প্রয়োজন দেখা দিলে ব্রিটিশরা তাদের এদেশীয় দালালদের সহায়তায় ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত হতদরিদ্র অনাহার-অর্ধাহারক্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নানা রকম প্রলোভন ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাটনা, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্র প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ-তামিলনাড়ু প্রভৃতি এলাকা থেকে এদেশে নিয়ে এসে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে চা শ্রমিকে পরিণত করে। জন্মভূমিত্যাগী এই চা শ্রমিকদের মোহ কাটতে খুব বেশি সময় লাগেনি। 'গিরমিট' ব্যবস্থায় আবদ্ধ চা শ্রমিকরা দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙার উপায় না জানলেও এ থেকে মুক্তির জন্য বিদ্রোহ করে সংঘবদ্ধভাবে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে যেতে চেয়েছিল।

চা শ্রমিকরা চলে গেলে ব্রিটিশদের চা কোম্পানিগুলো কিভাবে চলবে? তাই সেদিন ১৯২১ সালের ২০ মে ব্রিটিশ বেনিয়ারা চা শ্রমিকদের ওপর নৃশংসতম বর্বরতায় আক্রমণ চালিয়ে অগণিত নিরীহ অসহায় চা শ্রমিককে হত্যা করে এক নারকীয় ইতিহাসের সৃষ্টি করেছিল। অপ্রত্যাশিত এই হামলায় ভীতসন্ত্রস্ত চা শ্রমিকরা দিশেহারা হয়ে পড়লে তাদের পশুর মতো জোর করে আবারও বাগানে ফিরিয়ে এনে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। চা বাগানের কাজ করতে গিয়ে বনের প্রতিকূল পরিবেশে হিংস্র প্রাণীর আক্রমণে, কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাবে কলেরা-ম্যালেরিয়াসহ মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে কত শ্রমিককে প্রাণ দিতে হয়েছে তার হিসাবও রাখেনি চা কোম্পানির মালিকরা। এভাবে চা শ্রমিকদের শ্রম-ঘাম আর বংশপরম্পরায় তাঁদের জীবনের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে আজকের চা শিল্প।

বর্তমান দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির বাজারে পাঁচ-সাতজনের পরিবারের একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি মাত্র ৬৯ টাকা। কম উৎপাদনের বাগানে অর্থাৎ বিওসি ক্লাস বাগানে আরো কম মজুরি– যথাক্রমে ৬৭ ও ৬৬ টাকা। তার ওপর আবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনের মজুরিও দেওয়া হয় না।

আজও কোম্পানির কাছে চা শ্রমিকরা মানুষ নয়, উৎপাদনের আর পাঁচটা উপকরণের মতো একটা উপকরণ মাত্র! ছয় থেকে সাত লাখ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র লাখখানেক চা শিল্পের স্থায়ী শ্রমিক, বেকার থাকে কয়েক লাখ শ্রমিক। বেকার শ্রমিকরা চা কোম্পানির কাছে মজুদ উপকরণ! বর্তমান দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির বাজারে পাঁচ-সাতজনের পরিবারের একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি মাত্র ৬৯ টাকা। কম উৎপাদনের বাগানে অর্থাৎ বিওসি ক্লাস বাগানে আরো কম মজুরি– যথাক্রমে ৬৭ ও ৬৬ টাকা। তার ওপর আবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনের মজুরিও দেওয়া হয় না। সপ্তাহে ৪১৪ টাকা আর রেশন তিন কেজি ২৭০ গ্রাম চাল দিয়েই একজন চা শ্রমিককে তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণসহ শিক্ষা, চিকিৎসা (যদিও কোম্পানি নামকাওয়াস্তে চিকিৎসা প্রদান করে থাকে), বিনোদন, বিয়ে-শাদি–সব কিছু সারতে হয়। শুধু তা-ই নয়, এই টাকা থেকেই আবার

প্রতি মাসে ম্যানেজার সাহেব চেক-অফ পদ্ধতিতে ইউনিয়নের চাঁদা কেটে রাখেন।

কয়েক বছর আগেও ২০০৮ সালে চা শ্রমিকদের মজুরি ছিল ৩২.৫০ টাকা। এই নিম্ন মজুরির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এই সেক্টরে কার্যকর আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে না ওঠা। চা শ্রমিকদের আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কাজটি দক্ষতার সাথে বছরের পর বছর করে আসছে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন নামের দালাল ইউনিয়নের নেতারা। এই ইউনিয়ন পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষাকারী আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (ITUC)-এর সাথে সম্পর্কিত। ইউনিয়ন নেতারা মালিক-ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও শ্রমিকদের চাঁদার ওপর তাদের সব সময় লোলুপ দৃষ্টি। প্রতি মাসে প্রায় ১০ লাখ টাকা চাঁদা চেক-অফ পদ্ধতিতে ইউনিয়ন তহবিলে জমা হলেও কখনও শ্রমিকদের নিকট এই চাঁদার হিসাব দেওয়া হয় না। শ্রমিকদের চাঁদা লুটপাটের ক্ষমতার দ্বন্দ্বসহ অন্যান্য কারণে বিরোধে জড়িয়ে ২০০৬ সাল থেকে ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মামলা-পাল্টা মামলায় মাঝখানের ২০০৯ সালের ৮-১০ মাস ছাড়া এ বছরের আগস্ট পর্যন্ত ইউনিয়ন কার্যত অকার্যকর ছিল। অথচ ইউনিয়নের এই অকার্যকর সময়েই চা শ্রমিকরা বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ (রেজিঃ নং বাঃজাঃফেঃ০৫)-এর সাথে সম্পর্কিত হয়ে আন্দোলন-সংগ্রামের ধারায় পাঁচ-ছয় বছরে মজুরি ৩২.৫০ টাকা থেকে দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি করে ৬৯ টাকা আদায় করতে সক্ষম হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের নেতৃত্বে ২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত সরকারের জরুরি অবস্থার মধ্যে ১৮ ও ১৯ জুলাই মজুরি বৃদ্ধিসহ সাত দফা দাবিতে একযোগে ২২টি চা বাগানে চা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ধর্মঘট করে এক দফায় ১৫.৫০ টাকা মজুরি বৃদ্ধি করে ৪৮ টাকা মজুরি কার্যকর করে। আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাতেই পুনর্জাগরণ ঘটে চা শ্রমিকদের সংগ্রামী সংগঠন চা শ্রমিক সংঘের। এরপর দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরির দাবিতে ২০১৩ সালের ২৭ জানুয়ারি চা শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বে হাজার হাজার শ্রমিক মিছিল করে সিলেটের জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি পেশ এবং একই দাবিতে ২৩ মে ছয়টি বাগানে ধর্মঘট করা সহ আন্দোলনের ধারায়ই তিন ধাপে ৭ টাকা করে বৃদ্ধি করে ৬৯ টাকা মজুরি আদায় সম্ভব হয়েছে। একই সাথে মালনীছড়া রাবার শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বে শ্রমিকরা লাগাতার আন্দোলন-সংগ্রাম ও ধর্মঘটের প্রক্রিয়ায় সর্বমোট মজুরি দৈনিক ১৫০ টাকা, রেশন সাপ্তাহিক পাঁচ কেজি, পাকা ঘর, শিক্ষা ভাতা ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। আন্দোলন-সংগ্রামের ধারায় মালনীছড়া ও সিলেট ভ্যালির বিভিন্ন বাগানে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাফল্যের প্রভাব পড়ে সিলেট শহরতলির বুরজান এস্টেটের অন্যতম কালাগুল চা বাগানের শ্রমিকদের ওপর। বিভাগীয় শহর সংলগ্ন চা বাগানগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদন করে মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফার ঘানি টেনে চলেছে কালাগুল চা বাগানের শ্রমিকরা।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় কালাগুলের শ্রমিকরা চা শ্রমিক সংঘ ও ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের শরণাপন্ন হয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে সংগঠন-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। চা শ্রমিক সংঘ ও ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সহযোগিতায় কালাগুল বাগানের শ্রমিকরা সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাগানকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মুক্ত করা এবং শ্রমিকের অধিকার ও শ্রম আইন বাস্তবায়নের জন্য মালিকের কাছে দাবিদাওয়া তুলে ধরে। কিন্তু মালিক তাতে কর্ণপাত না করে গুণ্ডা ও মাস্তান লেলিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের বিপর্যস্ত করার চেষ্টা চালায়। সন্ত্রাসীদের আক্রমণে শ্রমিকরা বাগান ছেড়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। শ্রমিকদের এই চরম দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়ায় পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা (উল্লেখ্য, ওই এলাকার ভূমিহীন কৃষকরা প্রগতিশীল সংগঠন বাংলাদেশ কৃষক সংগ্রাম সমিতির পতাকাতলে সংগঠিত হয়ে খাসজমিতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়)। শ্রমিক-কৃষকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০১০ সালে ১৭ দিনের সফল ধর্মঘটে শ্রমিকরা সাময়িক বিজয় লাভ করে এবং কিছু কিছু স্থানীয় দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। একই সাথে সন্ত্রাসী নুরুল ইসলাম বাহিনীকে বাগান ছাড়তে বাধ্য করা হয়।

কিন্তু মালিকপক্ষের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত তাতে বন্ধ হয়নি। তারা শ্রমিকদের দমন করে বাগানে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য পলাতক মাস্তান নুরুল ইসলাম বাহিনী, সাহেববাজারের মোস্তাফা বাহিনী ও দালালদের সাথে গোপন যোগসাজশে শ্রমিকদের হাটবাজার ও শহরে যাওয়া-আসার অবাধ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। বাইরের জগৎ থেকে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য সকল পথঘাট বন্ধ করে দেয়। তদুপরি মাস্তান ও ডাকাত বাহিনীর গরু চুরি, অবাধে বাগানের গাছ চুরি, ছিনতাই, শ্রমিকদের ওপর মারধর বৃদ্ধি করে। এতসব অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ও মালিকের কাছে বারবার শ্রমিকরা ধরনা ধরলেও তা প্রত্যাখ্যানের মুচকি হাসি হেসে উড়িয়ে দেওয়া হয়। অনন্যোপায় হয়ে শ্রমিকরা পার্শ্ববর্তী বাগানের শ্রমিকদের সম্মিলিত উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলনের পরিণতিতে অবশেষে বাগান ও সাহেববাজার থেকে সকল মাস্তান উচ্ছেদ করে এলাকার শ্রমিক-কৃষক জনগণের জন্য স্বাভাবিক চলাচলের অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এভাবে কালাগুল বাগানে শ্রমিকরা আন্দোলন-সংগ্রামের পরিণতিতে কোম্পানির মালিক, ম্যানেজমেন্ট ও দালালদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ব্যর্থ করে।

বিগত বছরের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গত বছরও চা শ্রমিক সংঘ মৌসুমের শুরুতে দেশব্যাপী বৃহৎ আন্দোলন-সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরির দাবিতে স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা করার পদক্ষেপ নিলে মালিকপক্ষ, সরকার ও চা শ্রমিক ইউনিয়নের দালাল নেতৃত্ব সমন্বিত হয়ে শুরু করে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত। ৯ মার্চ ২০১৪ সিলেট জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচিকে সামনে রেখে লিফলেটিং, পোস্টারিং, বাগানে বাগানে সভা-সমাবেশ করে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ

৯ মার্চ ২০১৪ সিলেট জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচিকে সামনে রেখে লিফলেটিং, পোস্টারিং, বাগানে বাগানে সভা-সমাবেশ করে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করলে একেবারে শেষ মুহূর্তে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে প্রশাসন স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি। যদিও একই সময়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ঠিকই কর্মসূচি পালন করেছে।

করলে একেবারে শেষ মুহূর্তে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে প্রশাসন স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি। যদিও একই সময়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ঠিকই কর্মসূচি পালন করেছে। মালিকদের ধারণা ছিল চা শ্রমিকদের কর্মসূচি থেকে যদি দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় তাহলে যৌক্তিক মজুরি বৃদ্ধি না করে তাদের উপায় থাকবে না। তাই মালিকপক্ষ চা শ্রমিক সংঘের কর্মসূচি বানচাল করতে সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট হয়। মালিকদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে প্রশাসনও। চা শ্রমিকদের আন্দোলন-সংগ্রামে সহযোগিতা করায় বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ ও বাংলাদেশ কৃষক সংগ্রাম সমিতি সিলেট জেলা শাখার নেতৃবৃন্দকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সংস্থার অফিসে ডেকে নিয়ে নানা রকম ভয়ভীতি দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে চা বাগানে যেতে নিষেধ করা হয়।

সকল ধরনের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও হুমকি-ধমকি উপেক্ষা করে চা শ্রমিকরা দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরির দাবিতে ২০ এপ্রিল ২০১৪ জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি পেশ ও সিলেট শহরের কোর্ট পয়েন্টে সমাবেশ করার তারিখ পুনর্নির্ধারণ করে। মালিক-ম্যানেজমেন্ট ও দালালদের নানা রকম ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত, প্রশাসনের চাপ ও বাধা মোকাবেলা করে চা শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বে ৪০টিরও বেশি বাগানের কয়েক হাজার শ্রমিক মিছিল করে এসে সিলেট জেলা প্রশাসকের কাছে দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরিসহ আট দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান এবং কোর্ট পয়েন্টের সমাবেশ সফল করে। সমাবেশে চা শ্রমিকরা আগের বছরের ২৭ জানুয়ারি একই দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করার পরও জেলা প্রশাসক মহোদয় কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরির যৌক্তিকতা তুলে ধরে জোরালো বক্তব্য রাখেন। দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরির দাবিতে চা শ্রমিক সংঘের ধারাবাহিক প্রচার-সংগঠন-সংগ্রামের ধারায় দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরির দাবি আজ সর্বজনীন দাবিতে পরিণত হয়েছে।

চা শ্রমিক সংঘের অগ্রযাত্রা মালিক ও দালালদের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। যার কারণে ২০ এপ্রিল স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচির পরপরই মালিকরা দালাল চা শ্রমিক ইউনিয়নকে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে একদিকে আন্তর্জাতিক চাপ, অন্যদিকে ইউনিয়নের দালালদের বিরোধ মীমাংসা করতে সরকারের ভূমিকাকে কেন্দ্রীভূত করে। সরকারের শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু ১০ মে মৌলভীবাজার এসে দালালদের উভয় অংশকে নিয়ে বৈঠক করে ১২ আগস্টের মধ্যে ইউনিয়নের নির্বাচন করার ঘোষণা দেন। এর আগেও ২০০৮ সালের জুলাই মাসে ধর্মঘটের পরপর আন্দোলন-সংগ্রাম ঠেকানোর কৌশল হিসেবে দালাল ইউনিয়নের নির্বাচনকে সামনে আনা হয়েছিল। দেশের প্রচলিত আইনে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ভর্তি (ডি ফরম ফিল-আপ) এবং নির্বাচন আয়োজনের দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের, প্রয়োজনে শ্রম দপ্তর নির্বাচনের স্বচ্ছতার বিষয়টি তদারক করতে পারে। কিন্তু চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনে মালিকপক্ষ ও শ্রম কর্মকর্তারা ডি-ফরম পূরণ (ক্ষেত্রবিশেষে জোরপূর্বকভাবে) করে মালিকপক্ষ, দালাল নেতৃত্ব ও সরকার সমন্বিত হয়ে শ্রমিকদের অগোচরে সংবিধান সংশোধন করে গত ১০ আগস্ট প্রহসনের নির্বাচন সম্পন্ন করে। এই নির্বাচনে মালিকদের আগ্রহ, ভূমিকা ও সরকারের রাজস্ব আয় থেকে সমুদয় ব্যয় নির্বাহের বিষয়টি সচেতন চা শ্রমিকসহ বিভিন্ন মহলে প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। কালাগুলসহ ১৪টি চা বাগানের শ্রমিকরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

২০ এপ্রিলের স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় এপ্রিল মাসের শেষ দিকে কালাগুল বাগানের শ্রমিকরা আট দফা দাবিনামা ম্যানেজমেন্টের নিকট পেশ করে আন্দোলন-সংগ্রামকে অগ্রসর করে নিয়ে যায়। ম্যানেজমেন্ট কালাগুল বাগানের শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে কিছু কিছু স্থানীয় দাবি মানার প্রতিশ্রুতি দেয়। সে অনুযায়ী দাবি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছিল। কিন্তু জুন মাসে চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে ম্যানেজমেন্ট, শ্রম কর্মকর্তা ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থা জোরপূর্বক সদস্য ফরম (ডি-ফরম) পূরণ করাতে চাইলে শ্রমিকরা চা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হতে অস্বীকৃতি জানায়। একই সাথে সদস্য ভর্তির দায়িত্ব ইউনিয়নের নেতাদের হওয়ায় কালাগুল বাগানের শ্রমিকরা তাদের অতীতে প্রদেয় চাঁদার হিসাবসহ ইউনিয়নের কার্যক্রমের জবাবদিহির জন্য ইউনিয়নের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে বাগানে আহ্বান জানায়।

ইউনিয়নের নেতারা বাগানে না এলেও ম্যানেজমেন্ট ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের নির্বাচনে শ্রমিকদের সম্পৃক্ত করতে না পেরে চা শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের নামে মিথ্যা অপপ্রচার চালায় এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বাগানে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে। এমন অবস্থায় গত ১ জুলাই থেকে কালাগুল বাগানের শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে দাবি আদায়ে সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু করে। চা শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থনে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য প্রদান করে ফেরার পথে ৪ জুলাই লাক্কাতুরা বাজার থেকে পুলিশ বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ সিলেট জেলার সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা রূপক দাস ও বাংলাদেশ কৃষক সংগ্রাম সমিতি সিলেট জেলার আহ্বায়ক কৃষক নেতা নুরুল ইসলাম মকবুলকে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলায় জড়ায়। পুলিশ কৃষক নেতা নুরুল ইসলাম মকবুলকে অরিমান্ডযোগ্য মিথ্যা মামলায় রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে। শ্রমিকদের আন্দোলন দমন করতে মালিকপক্ষ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে ব্যবহার করে শ্রমিকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। আওয়ামী লীগের সিলেট জেলার সম্পাদক সাবেক এমপি শফিকুর রহমান চৌধুরী এবং আওয়ামী লীগ নেতা অর্থমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত উপজেলা চেয়ারম্যান আশফাক আহমেদ চৌধুরীকে বাগানে এনে শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করার নামে একতরফাভাবে শ্রমিকদের কাজে যোগদানের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। সকল চাপ মোকাবেলা করেই শ্রমিকরা বেঁচে থাকার তাগিদেই দৃঢ়তার সাথে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায়।

মালিকপক্ষ ও সরকার সমন্বিত হয়ে বাগান বন্ধ করে শ্রমিকদের কর্মহীন করা, প্রয়োজনে হেলিকপ্টার দিয়ে আক্রমণ পরিচালনার গুজব ছড়িয়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা চালায়। তারা দালাল ইউনিয়নের নেতা একজন ট্রাক মালিককে দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করিয়ে, বহিরাগত শ্রমিক এনে জোরপূর্বক বাগান চালানোর

মালিকপক্ষ ও সরকার সমন্বিত হয়ে বাগান বন্ধ করে শ্রমিকদের কর্মহীন করা, প্রয়োজনে হেলিকপ্টার দিয়ে আক্রমণ পরিচালনার গুজব ছড়িয়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা চালায়।

চিঠি দিয়ে, মালিক ও প্রশাসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচারপত্র দিয়ে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

কালাগুলের চা শ্রমিকরা তাদের দাবি আদায় ধর্মঘটের পাশাপাশি মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, সড়ক অবরোধ করলেও নিয়মতান্ত্রিকভাবে মালিকপক্ষের সাথে আলোচনা করে সমাধানের পথ সব সময় খোলা রেখেছিল। শ্রমিকরা তাদের ওপর নিপীড়নের প্রকৃত চিত্র এবং তাদের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরে ধারাবাহিক প্রচার তৎপরতা এবং সরকার-প্রশাসনের ভূমিকা প্রত্যাশা করে ৩ আগস্ট কয়েক হাজার শ্রমিক সংগঠিতভাবে সিলেটের জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে। ৮ ও ৯ আগস্ট পর পর দুই দিন সংবাদ সম্মেলন করে দেশবাসীর সামনে চা শ্রমিকদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরার পাশাপাশি সমস্যা সমাধানে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। তাতেও কোনো প্রতিকার না হওয়ায় শ্রমিকরা সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কালাগুলের সকল শ্রমিকের গণস্বাক্ষরে ৭ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করতে চাইলে পুলিশ প্রথমে বাধা এবং পরবর্তীতে স্মারকলিপি কেড়ে নিয়ে শ্রমিকদের দমন করতে চায়। শ্রমিকরা এমন একটা কিছু ঘটতে পারে– এমন আশঙ্কা থেকে পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নিয়ে কয়েকজন প্রতিনিধির মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করে।

কালাগুল বাগানের শ্রমিক আন্দোলনে সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করার কারণে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলকেও পরিকল্পিতভাবে অস্থিতিশীল করে তোলা হয়। বাগান ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম এলাকার নেতৃবৃন্দের নামে একের পর এক মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। মালিকদের মিথ্যা মামলা থেকে রেহাই পাননি কালাগুল বাগানের পূজা উদ্‌যাপন কমিটির নেতা প্রবীণ নিরীহ শ্রমিক কানাইলালও। দুর্গাপূজার আগে পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সভায় অংশ নিয়ে সিলেট শহর থেকে ফেরার পথে গ্রেপ্তার হয়ে আজও কারাগারে আটক আছেন। বাংলাদেশ কৃষক সংগ্রাম সমিতির আঞ্চলিক নেতা সাহিদ আলীকেও মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। মালিকদের নিষ্ঠুর নির্মমতা থেকে রক্ষা পাননি কালাগুল বাগানের পার্শ্ববর্তী মালনীছড়া চা বাগানের নিরীহ নারী শ্রমিক রীতা মাহাতো কুর্মীও। রীতার অপরাধ ছিল, তিনি চা শ্রমিক সংঘের আন্তরিক সক্রিয় কর্মী এবং তাঁর স্বামী জয় মাহাত্ম্য কুর্মীর মালনীছড়া রাবার শ্রমিক সংঘের সভাপতি হিসেবে চা ও রাবার শ্রমিকদের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-সংগ্রামে জেল-জুলুম উপেক্ষা করে আপোসহীন নেতৃত্ব প্রদান করা। মালিকগোষ্ঠী জয়কে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার লক্ষ্যে রীতাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। ১৮ আগস্ট সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়। স্ত্রী যখন মৃত্যুর সাথে লড়ছেন, জয়কে তখন বাগান থেকে বের হতে দেয়নি। তা সত্ত্বেও পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে যখন হাসপাতালে গিয়ে স্ত্রীর পাশে দাঁড়ান, তখন রীতার প্রায় শেষ সময়। এ সময়ও পুলিশ তাঁকে রেহাই দেয় না, গ্রেপ্তার করার জন্য ঘিরে ফেলে। কোনো রকমে পুলিশের হাত থেকে নিজে বাঁচলেও মৃত্যুর হাত থেকে রীতাকে বাঁচাতে পারেননি। যেসব শ্রমিক রীতাকে বাঁচানোর জন্য রক্ত দিয়েছে, তাদেরও গ্রেপ্তার ও হয়রানি করতে পুলিশ দ্বিধা করেনি। নবজাতক শিশুসহ তিনটি শিশুসন্তানের জনক অসহায় জয় মাহাত্ম্য কুর্মীকেও গ্রেপ্তার করে।

মালিকদের নিষ্ঠুর নির্মমতা থেকে রক্ষা পাননি কালাগুল বাগানের পার্শ্ববর্তী মালনীছড়া চা বাগানের নিরীহ নারী শ্রমিক রীতা মাহাতো কুর্মীও। রীতার অপরাধ ছিল, তিনি চা শ্রমিক সংঘের আন্তরিক সক্রিয় কর্মী

সকল নিপীড়ন-নির্যাতন মোকাবেলা করে কালাগুল চা বাগানের শ্রমিকরা তাদের দাবি আদায়ে যে অনন্য দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছে, তা এদেশের শ্রমিক আন্দোলনে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। প্রমাণ হয়েছে, শ্রমিকদের সচেতন ঐক্যবদ্ধতার কাছে সকল অপশক্তিকেই মাথা নোয়াতে হয়। অনেক জল ঘোলা করে কালাগুলের মালিকপক্ষকেও শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে হয়েছে। ৩০ নভেম্বর শ্রমিকদের সাথে বৈঠকে কালাগুল বাগানের ম্যানেজার প্রদীপ বর্মা শ্রমিকদের সকল দাবি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন, গত ঈদ ও দুর্গাপূজার পূর্ণ বোনাস প্রদান, কাজ শুরুর দুই দিনের মধ্যে হাজিরা (মজুরি) ও এক সপ্তাহের রেশন প্রদান, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন। এ সময় উপস্থিত পুলিশ কমিশনার ফয়সল মাহমুদ, নগর পুলিশের মুখপাত্র এডিসি রহমতউল্লা, এডিসি (দক্ষিণ) মুসা আল জেদান, কয়েকজন সহকারী পুলিশ কমিশনার, বিমানবন্দর থানার ওসি নুরুল আলমসহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের হয়রানি না করার প্রতিশ্রুতিসহ শ্রমিকদের দাবি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন। দাবি পূরণের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আদায় করেই শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে ১ ডিসেম্বর থেকে কাজে যোগদান করে; অবসান হয় গত ১ জুলাই থেকে চলমান দীর্ঘ পাঁচ মাসের চা শ্রমিক ধর্মঘটের।

আমাদের দেশের চা শ্রমিকরা দৈনিক ৬৯ টাকা মজুরিতে কাজ করলেও পার্শ্ববর্তী শ্রীলঙ্কার চা শ্রমিকরা দৈনিক ৫৫০ রুপি (প্রায় ৩৩০ টাকা), ভারতের চা শ্রমিকরা দৈনিক ৯৫ রুপি (প্রায় ১২০ টাকা) মজুরি পাচ্ছে। রেশন, চিকিৎসা, উৎসব বোনাসসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও আমাদের চেয়ে পার্শ্ববর্তী দেশের চা শ্রমিকরা অনেক বেশি পেয়ে থাকে। বর্তমানে ভারতের চা শ্রমিকরা দৈনিক ২৮৫ রুপি (প্রায় ৩৫০ টাকা) মজুরির দাবিতে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করছে। ভারতের চা শ্রমিকরা দাবি আদায়ে মিছিল, মিটিং, ধর্মঘটের ধারাবাহিকতায় সাধারণ ধর্মঘট পর্যন্ত পালন করেছে। গত ১২ ও ১৩ নভেম্বর চা শ্রমিকদের ৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘটের সমর্থনে ভারতের উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলা শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহারে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। মালনীছড়া রাবার শ্রমিক সংঘের শ্রমিকরা লাগাতার আন্দোলন-সংগ্রাম ও ধর্মঘটের প্রক্রিয়ায় দৈনিক ১৫০ টাকা মজুরি, সাপ্তাহিক পাঁচ কেজি রেশন, পাকা ঘর, শিক্ষা ভাতা ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

কালাগুল চা বাগানের শ্রমিকদের আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে সমগ্র চা শিল্পের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; দাবি আদায়ে লাগাতার আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

অনন্য আদিত্য: রাজনৈতিক কর্মী।
ইমেইল: razat.ndf@gmail.com